জীবননগরে সোনালী ব্যাংক ছিনতাই ঘটনায় চার জন আটক

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার উথলী সোনালী ব্যাংক থেকে দিনেদুপুরে ব্যাংক কর্মকরা-কর্মচারীদের জিম্মি করে নগদ টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনায় জড়িত চার ছিনতাইকারীকে আটক করেছে পুলিশ।

গত সোমবার রাতভর অভিযান চালিয়ে এদের আটক করা হয়। এসময় ছিনতাই হওয়া টাকার মধ্যে পাঁচ লাখ তিন হাজার টাকা এবং ছিনতাইয়ের কাজে ব্যবহৃত অস্ত্র ও মালামাল উদ্ধার করা হয়।

আজ মঙ্গলবার বিকেল ৩টার সময় চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানানো হয়।

আটককৃতরা হলেন, জীবননগর উপজেলার দেহাটী গ্রামের রফিক উদ্দিনের ছেলে সাফাতুজ্জামান রাসেল (৩০), মৃত আক্তারুজ্জামান বাচ্চুর ছেলে মো. রকি (২৩), মফিজুল শাহ’র ছেলে মাহাফুজ আহম্মেদ আকাশ (১৯) ও সেকেন্দার মন্ডলের ছেলে মো. হাবিবুর (২০)।

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম জানান, চলতি বছরের ১৫ নভেম্বর দুপুরে সোনালী ব্যাংকের উথলী শাখায় ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার এক মাসের মাথায় ঘটনার সাথে জড়িত চার আসামীকে আটক করা হয়।

এসময় ছিনতাই হওয়া আট লাখ ৮২ হাজার ৯০০ টাকার মধ্যে পাঁচ লাখ তিন হাজার টাকা, ছিনতাইয়ের কাজে ব্যবহৃত দুটি খেলনা পিস্তল, দুটি চাপাতি, দুটি মোটর সাইকেল ও ছিনতাইয়ের টাকায় কেনা একটি ল্যাপটপ উদ্ধার করা হয়।

তিনি আরও বলেন, ভারতীয় সিরিয়াল ক্রাইম পেট্রোল দেখে এই ছিনতাইয়ে জড়িত হয়েছে। পাশাপাশি জেলার সকল সরকারী ব্যাংকে সিসিটিভি লাগানোর জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ১৫ নভেম্বর চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলায় সোনালী ব্যাংক উথলী শাখায় অস্ত্রধারী দুর্বৃত্তরা দুপুরে হেলমেট ও পিপিই পরে তিনজন গ্রাহক পরিচয়ে ব্যাংকে ঢুকে অস্ত্রের মুখে প্রহরী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জিম্মি করে ক্যাশ কাউন্টার থেকে প্রায় ৯ লাখ টাকা লুট করে পালিয়ে যান।

[redacted]

[redacted]

মজুমদার,মহিলা,কবি গোলাম রহমান চৌধুরি,কবি জামিরুল ইসলাম,কবি ইউনুছ আলী,কবি মিজান,কবি নাহিদ,কবি সলক প্রমুখ

কালীগঞ্জে মহিলা মাদক ব্যবসায়ী সহ আটক ২

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে মহিলা ইয়াবা ব্যাবসায়ীসহ দু’জনকে আটক করেছে। মঙ্গলবার বেলা ১১ টার সময় কালীগঞ্জ কলাহাটা মোড়ের জামাল উদ্দীনের বাড়ি থেকে লাইজু খাতুন
(২৪) ও সাইফুল ইসলাম (১৯) নামে দুইজন কে

আটক করা হয়। আটককৃত লাইজু খাতুন কালীগঞ্জ আড়পাড়া মাঠ পাড়া গ্রামের আঃ মাজেদের স্ত্রী ও সাইফুল ইসলাম ভোলা জেলার শশিভূষণ থানার জাহানপুর গ্রামের আব্দুল খালেকের ছেলে।মাদক ব্যাবসায়ী দুইজন দীর্ঘদিন জামালের বাড়ি ভাড়া নিয়ে মাদক ব্যাবসা চালিয়ে যাচ্ছিলো বলে এলাকা বাসি জানান। কালীগঞ্জ থানা পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ওই বাড়িতে অভিযান চালিয়ে বাড়ির বেডরুম থেকে ৬৬ পিচ ইয়াবা ও ইয়াবা

বিক্রির নগদ ৫হাজার ৫শ টাকা উদ্ধার করে। কালীগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মাহফুজুর রহমান মিয়া জানান, কালীগঞ্জকে মাদক মুক্ত করার লক্ষে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। তারই লক্ষে আজ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করে মহিলা মাদক ব্যবসায়ীসহ দু’জন ইয়াবা ব্যাবসায়ীকে আটক করা হয়েছে। আদালতের মাধ্যমে তাদেরকে জেল হাজতে পাঠানো হবে।

মেহেরপুর যুব অধিদপ্তরে জনসচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আয়োজনে তাদের সম্মেলন কক্ষে আজ দিনব্যাপি ’জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও মাদকবিরোধী কর্মকান্ডে নৈতিকতার অবক্ষয় ও বিপথগামিতা রোধকল্পে যুবদের ভ’মিকা’ শীর্ষক জনসচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপপরিচালক ফিরোজ আহমেদের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসনের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তুষার কুমার পাল।

রিসোর্স পার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ-আল মামুন ও মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাংবাদিক রফিকুল আলম।

প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার প্রশিক্ষক মাসুদ আল আহসানের পরিচালনায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ডেপুটি কোÑঅর্ডিনেটর লক্ষণ বাহাদুর সহ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ, নিবন্ধিত বিভিন্ন বেসরকারী যুব সংগঠনের সদস্যবৃন্দ ও বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণরত প্রায় ৭০ জন যুব ও যুবনারী।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, অভিভাবকগণ সচেতন হলেই এবং ধর্মীয় অনুশাষনগুলো ভালো ভাবে মেনে চললেই “জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও মাদকাশক্ত নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে”।

রিসোর্স পার্সন সাংবাদিক রফিকুল আলম তাঁর বক্তব্যে বলেন যুব সমাজই জাতির কান্ডারী কাজেই তাদেরকে সঠিক ভাবে পরিচালনা করতে পারলেই দেশ ও জাতির উন্নয়ন সম্ভব। বিধায় শুধু অভিভাবকগণ সচেতন হলেই হবে না পাশাপাশি সমাজের সচেতন নাগরিকদের এ ব্যাপারে ভ’মিকা রাখতে হবে। জেলা তথ্য অফিসার মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে জঙ্গিবাদ ও মাদকের কুলফ তুলে ধরেন এবং বেশ কয়েক ফিল্ম প্রদর্শন করেন।

মেহেরপুরে ২ জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুর নতুন করে আরও ২ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তিনাদের মধ্য ১জন মেহেরপুর সদরের ওপরজন মুজিবনগর উপজেলার।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সিভিল সার্জন কার্যালয় সূত্র জানায়, গত ২৪ ঘন্টায় ১৬ জনের নমুনা পরীক্ষার রিপোর্টের মধ্যে পজেটিভ আসে ২ জনের। আর নেগেটিভ আসে ১৫ জনের।

সূত্রে আরো জানা যায়, সর্বমোট ফলাফল এসেছে ৫৬০০ টি, সর্বমোট পজিটিভ ৭৪০ জন, সুস্থ ৬৩৭ জন, মৃত্যু ১৬ জন ও ট্রান্সফার্ড ৬০ জন।

বর্তমানে পজিটিভ সংখ্যা ২৫ টি (সদরে- ১৭, গাংনীতে- ০৩ ও মুজিবনগরে- ০৫)।

ভিন্নসূত্রে পাওয়া পজিটিভের পরিচয়- আসমত আলী (২৬), হাসানাবাদ, মেহেরপুর সদর।
ওয়াজেদ আলী (৬২), বিশ্বনাথপুর, মুজিবনগর, মেহেরপুর।

ঝিনাইদহে আইনজীবীদের আদালত বর্জন

বিচারকের বিরুদ্ধে দেরীতে আদালতের কার্যক্রম শুরু, আইনজীবীদের সাথে অসদাচারণ, আইনজীবী সমিতির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন, প্রকাশ্য আদালতে আদেশ দিয়ে তা নথিভুক্ত না করে আসামীকে রিমান্ডে পাঠানোসহ নানা অভিযোগে অতিরিক্ত চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বর্জন করেছে ঝিনাইদহের আইনজীবীরা।

সোমবার রাতে আইনজীবী সমিতির পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত তাদের এই কর্মসূচী চলবে। সেই সাথে অতিরিক্ত চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বৈজয়ন্ত বিশ্বাসের অপসারণ দাবী করেছেন।

জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি খান আখতারুজ্জামন ও সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. জাকারিয়া মিলন স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে অভিযোগ করা হয়, চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ও অতিরিক্ত চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জেলা আইনজীবী সমিতির নেতৃবৃন্দের সাথে সম্মান জনক আচরণ করেন না। মামলার আদেশ না নিয়ে পরে দিব বলে তার বিপক্ষে রায় দেন। আইনজীবীদের সাথে যথাযথ আচরণ করেন না ওই দুই বিচারক। এছাড়াও নির্দিষ্ট সময়ে আদালতের বিচার কার্যক্রম শুরু করা হয় না। এতে আইনজীবী ও বিচার প্রার্থীরা ভোগান্তির শিকার হয়।

আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. জাকারিয়া মিলনের সাথে মোবাইলে কথা হলে তিনি বলেন, ২ বিচারকের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলেও আপাতত আমরা অতিরিক্ত চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট’র আদালত বর্জন করেছি। তার অপসারণ দাবী করছি। গত ১০ ডিসেম্বর এ সিন্ধান্ত গ্রহণ করা হলেও সোমবার থেকে এ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য অবমাননার প্রতিবাদে মেহেরপুর জেলা পুলিশের আলোচনা সভা

মেহেরপুর জেলা পুলিশের আয়োজনে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যের অবমাননার প্রতিবাদ, করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধ, মাদক ও জঙ্গীবাদ নির্মূল সংক্রান্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার ১২ টার দিকে জেলা পুলিশ লাইন সম্মেলন কক্ষে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি

হিসেবে বক্তব্য দেন মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম রসুল, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবে সভাপতি তোজাম্মেল আযম, সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি ফজলুল হক মন্টু, সদর থানার ওসি শাহ দারা খান, মুজিবনগর থানার ওসি আব্দুল হাসেম, পাবলিক প্রসিকিউটর পল্লব ভট্টাচার্য প্রমুখ।

সভা সঞ্চালনা করেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিরুল ইসলাম।

মেহেরপুর কারাগারে মহিলা হাজতির আত্মহত্যা

মেহেরপুর জেলা কারাগারে নাজমা খাতুন (৩২) নামের এক মহিলা হাজতি গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

সোমবার দিবাগত রাত ২টার দিকে কারাগারের মহিলা ওয়ার্ডের বাথরুমের গ্রিলের সাথে গলায় ফাঁস দিয়ে সে আত্মহত্যা করে। পরে ভোরের দিকে কারা কতৃপক্ষ নাজমাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠায়।

নিজের মেয়েকে হত্যার দায়ে গত জুলাই মাস থেকে নাজমা খাতুন কারাগারের মহিলা ওয়ার্ডে আটক ছিল। নাজমা খাতুন সদর উপজেলার কামদেবপুর গ্রামের মাজহারুল ইসলামের স্ত্রী।

এ বিষয়ে মেহেরপুর কারাগারের জেল সুপার মকলেছুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মহিলা ওয়ার্ডে এক মহিলা হাজতি বাথরুমে ঢুকে নাজমা খাতুনকে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে থাকতে দেখে আমাদের খরব দেয়।

পরে আমরা তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে পাঠালে

সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। লাশের ময়না তদন্ত শেষে পরিবারের হাতে হস্তান্তর করা হবে।

বঙ্গবন্ধুর ভাষ্কর্য ভাংচুরের প্রতিবাদে কুষ্টিয়ায় শিক্ষক সমিতির মানববন্ধন

কুষ্টিয়ায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষ্কর্য ভাংচুরের প্রতিবাদে মানববন্ধন ও সমাবেশ করেছেন বাংলাদেশ সরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি (বাসমাশিস)।

মঙ্গলবার সকাল ১১টায় কুষ্টিয়া শহরের পাঁচ রাস্তা মোড়ের বঙ্গবন্ধুর ভাষ্কর্য চত্বরে সংগঠনের শিক্ষকদের উপস্থিতিতে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ সরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি (বাসমাশিস) আঞ্চলিক কমিটির সহসভাপতি এসএম মাহমুদুল হাসানের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক নাদিরা খানমের সঞ্চালনায় এতে বক্তব্য রাখেন
বাংলাদেশ সরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি (বাসমাশিস)’র সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুজ্জামান, কুষ্টিয়া জিলা স্কুলের সহকারী শিক্ষক রোকনুজ্জামান, মোল্লা মাহবুব, কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাশিদা বানু প্রমুখ।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুুর রহমান বাংলাদেশের সংবিধানের অংশ। বঙ্গবন্ধুর উপর আঘাত করা মানে সংবিধানের উপর আঘাত করা। যারা বঙ্গবন্ধুকে উপর আঘাত করবে, এ দেশের আইন মানবে না, ধর্মের নামে উস্কানিমূলক কথা বলবে তাদেরকে কঠোরভাবে প্রতিহত করতে হবে। এদেশে থাকতে হলে সংবিধানের নিয়ম মেনে চলতে হবে।
বক্তারা আরও বলেন, আমরা যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এগিয়ে যাচ্ছি, তখন কিছু দুর্বৃত্ত ধর্মের নামে

উস্কানিমূলক কথা বলছে। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে জোর দাবী জানান তারা।

মানববন্ধনে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা অংশগ্রহণ করে।

এস এম জামাল, কুষ্টিয়া থেকে।

মেহেরপুরে সাবেক এক এমপিসহ ৩১৩ জন এ তালিকায়

মেহেরপুরের ৩১৩ জনসহ সারাদেশে ৪৩ হাজার মুক্তিযোদ্ধার সনদ যাচাই শুরু হচ্ছে। বেসামরিক ৪৩ হাজার মুক্তিযোদ্ধার সনদ পুনরায় যাচাই-বাছাই শুরু হচ্ছে। এই যাচাই প্রক্রিয়ায় মেহেরপুরের সাবেক এমপি প্রফেসর আব্দুল মান্নান, জেলা আওয়ামীলীগের সহসভাপতি আব্দুল হালিমসহ ৩১৩ জনের তালিকা (সদরে-১৫৩ জন, গাংনীতে-১১৫ জন ও মুজিবনগরে-৪৫ জন) রয়েছেন।
আগামী ১৯ ডিসেম্বর, ২০২০ থেকে এই যাচাই শুরু হওয়ার কথা থাকলেও তারিখ পরিবর্তন হয়ে ৯ জানুয়ারি ২০২১ পুনঃনির্ধারণ হয়েছে।
জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল এর (জামুকা) অনুমোদন ছাড়াই যেসব মুক্তিযোদ্ধা সরাসরি মন্ত্রণালয় থেকে নিয়েছিলেন, এরকম ৪৩ হাজার মুক্তিযোদ্ধার সনদ যাচাই হবে।
এর মধ্যে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা যদি কেউ থাকেন তাঁদের নামের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।
যাচাই কমিটিতে মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রীর প্রতিনিধি জামুকার প্রতিনিধি সংসদ সদস্য কর্তৃক প্রতিনিধি জেলা প্রশাসক নির্বাহী কর্মকর্তা এডিসি থাকবেন । স্বীকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের সামনে এই যাচাই-বাছাই নিষ্পন্ন করতে হবে। এভাবেই জেলা-উপজেলা ও মহানগর কমিটি গঠন করার নির্দেশনা রয়েছে।
মুক্তিযোদ্ধাকে যেসব তথ্য দিতে হবে- পিতা-মাতাসহ নিজের নাম, বেসামরিক গেজেট নম্বর, জন্ম তারিখ, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ এর সময়-কাল, মুক্তিযুদ্ধের আগের ভূমিকা প্রশিক্ষণ গ্রহণের স্থান, অস্ত্র

বিশ্বাসের ছেলে মোঃ আব্দুর রব (১০১৮), মেহেরপুর সাহার উদ্দীনের ছেলে মোঃ আব্দুল রহমান (১০১৯), কলেজপাড়ার মোবারক হোসেন বিশ্বাসের ছেলে উমরুল হুদা (১০২০), কাশবপাড়ার ছোওদ আলীর ছেলে মোঃ আব্দুল খালেক (১০২২), মেহেরপুর মৃত নাজমুল হক বিশ্বাসের ছেলে মোঃ এনামুল হক (১০২৩), স্টেডিয়ামপাড়ার মির মুজাফার আলীর ছেলে মির রওশান আলী মনা (১০২৪), মুখার্জিপাড়া মৃত হারু শেখের ছেলে মোঃ আব্দুর রহমান (১০২৫), উজুলপুর গ্রামের জেকের মন্ডল এর ছেলে মোহাম্মদ পিয়ার উদ্দীন (১০২৬), উজুলপুর গ্রামের আব্দুর সুভানের ছেলে মোঃ আলি হোসেন (১০২৭), তেরঘরিয়া গ্রামের ছুরমান আলীর ছেলে আজীজুল হক (১০২৮), শিবপুর গ্রামের সাবের আলি মোল্লিক এর ছেলে মোঃ শহিদুল ইসলাম (১০২৯), হরিরামপুর গ্রামের মোঃ জাহান আলীর ছেলে মোঃ আব্দুল সালাম (১৩০), রাধাকান্তপুরের মৃত খলিল হোসেনের ছেলে মৃত সিরাজুল ইসলাম (১০৩১), গোভীপুর গ্রামের মৃত শরাফত আলীর ছেলে মৃত জান আলী (১০৩২), গোভীপুর গ্রামের মৃত গিরিস শেখের ছেলে মোঃ সেকেন আলী (১০৩৩), ঝাউবাড়ীয়া গ্রামে পাচু শেখের ছেলে মোঃ সদর আলী (১০৩৫), ঝাউবাড়ীয়া গ্রামের আহম্মদ আলী মন্ডলের ছেলে মোঃ মছলেম আলী (১০৩৬), ঝাউবাড়ীয়া গ্রামের মৃত ওয়াজ আলীর ছেলে মোঃ চতুর আলী (১০৩৭), রঘুনাথপুর গ্রামের রব্বানি শেখের ছেলে মোঃ মাবুদ হোসেন (১০৩৮), কোলা গ্রামের মোঃ মহাশীন মন্ডল ছেলে মাহাতাব আলী (১০৩৯), রঘুনাথপুর গ্রামের আরজ শেখের ছেলে মোঃ কাশেদ আলী (১০৪০), বন্দর গ্রামের মৃত মছলেম আলীর ছেলে মোঃ সৈয়দ নজির আহম্মদ (১০৪১), মেহেরপুর খন্দকার পাড়ার মির আব্দুল লতিফের ছেলে হাজীর মির আব্দুল বাকি (১০৪২), সোনাপুর গ্রামের মৃত আইজুদ্দিন মালিথার ছেলে মোঃ সামসের আলী মালিথা (১০৪৪), বলিয়ারপুর গ্রামের মৃত মেহের আলীরে ছেলে মোঃ আব্দুল কাদের মাস্টার (১০৪৫), মেহেরপুর আফিজউদ্দীনের ছেলে এম এম আব্দুল রাজ্জাক (১০৬৪), আলমপুর গ্রামের মোঃ ফয়জ উদ্দীন মন্ডলের ছেলে মোঃ ইমাদুল হক (১০৭০), থানারোড় মোঃ কাঙ্গালী সরদারের ছেলে মোঃ আজিজুর হক (১১৪৩), আশরাফপুর গ্রামের মৃত ফিনজিল উদ্দীন এর ছেলে মহাশীন আলী (১১৫০), পুরাতন পোস্ট অফিসপাড়ার মৃত নীল লাক্ষ্য ভট্টাচার্য্য এর ছেলে শ্রী প্রশান্ত কুমার ভট্টাচার্য্য (১১৫১), গোভীপুর গ্রামের মৃত তকুমউদ্দীন এর ছেলে মোঃ নিয়ামত আলী (১১৫৪), তাতিপাড়া কেএম জায়েদ হোসেন ছেলে কেএম বদরুল আলম (১১৫৭), বাসস্ট্যান্ডপাড়া শেক মোহাম্মদ জাবেদ আলীর ছেলে প্রফেসর আবদুল মান্নান (১১৫৮)।

গাংনী উপজেলা

গ্রামের মৃত আ : কাদের মন্ডলের ছেলে মৃত নবিছদ্দিন (১১০০), হিজলবাড়ীয়া গ্রামের আহমদ আলীর ছেলে মো : আমিরুল ইসলাম (১১০১), গাংনী চৌগাছার আহম্মদের ছেলে মো : ইয়াছিন উদ্দিন (১১০২), হেমায়েতপুরের ইয়াকুবের ছেলে মো : নবিছদ্দিন (১১০৩), হেমায়েতপুরের রবগুল বিশ্বাসের ছেলে মো : জামসেদ বিশ্বাস (১১০৫), হেমায়েতপুরের তাহাজ মালিতার ছেলে মো : সুমুর মালিতা (১১০৬), ঝোড়পাড়ার কাদের মনডলের ছেলে মো : তাজুল ইসলাম (১১০৭)।

মুজিবনগর উপজেলা

দারিয়াপুর গ্রামের আবুল হোসেনের ছেলে মো : কলিমুদ্দিন (৯০১), মৃত পাঁচু শেখের ছেলে মো : মজিবুর রহমান (৯০৩), সদর উদ্দিনের ছেলে মো : ছলিমুল্লাহ (১১০৯) ও ইনছান আলীর ছেলে এস .এম. আবু ইব্রাহিম (১১১০), আনন্দবাস গ্রামের কেতাব আলী বিশ্বাসের ছেলে মো : আব্দুল জলিল বিশ্বাস (৯০৭), নুর মোহাম্মদ মন্ডলের ছেলে মো : আফজাল হোসেন (৯৪৩), মৃত দিদার শেখের ছেলে মো : আনিছুর রহমান (৯৫১), খটাই মল্লিকের ছেলে মো : ফজলু মল্লিক (৯৫২), মৃত জানবক্সের ছেলে মো : ময়েন খাঁন (৯৫৩), জহর বিশ্বাসের ছেলে মো : জামাত আলি (৯৫৪), মৃত মোস্তা সাধুর ছেলে মৃত ইস্রাফিল (৯৬০), মৃত আ : ছোবার আলীর ছেলে মো : হাবিবুর রহমান (১১১৯), মৃত ফয়েজ উদ্দিনের ছেলে মো : দাউদ আলী (১১২৭) ও ফজল মন্ডলের ছেলে মো : আমজাদ হোসেন (১১৪৬), ভবরপাড়া গ্রামের মৃত অবিলাস বিশ্বাসের ছেলে মো : শাহাব আলী (৯১২), মৃত আলীজানের ছেলে মৃত মহি উদ্দিন (৯১৫), মৃত মফিজ উদ্দিনের ছেলে মো : লিয়াকত আলী (৯৫৯), মৃত গফুর শেখের ছেলে মো : রওশন আলী (৯৬৪), মৃত ছালাম বিশ্বাসের ছেলে মৃত কেসমত আলী (১১২১) ও মৃত মঙ্গল দফাদারের ছেলে মো : মফিজ উদ্দিন (১১২২), মানিকনগর গ্রামের মৃত মাকেতার মল্লিকের ছেলে মৃত মফিজ উদ্দিন (৯৪০), মৃত বাছের আলীর ছেলে মো : রবিউল ইসলাম (৯৫৬), বাগোয়ান গ্রামের কাজী রওশন আলীর ছেলে কাজী মো : আব্দুর রউফ (৯৫০) ও মৃত মেহের উল্লার ছেলে মৃত কাজী আব্দুর বারী (৯৫৫), জয়পুর গ্রামের রিয়াজতুল্লা বিশ্বাসের ছেলে মো : খবির উদ্দিন বিশ্বাস (৯৬৩), সোনাপুর গ্রামের পাচুবদ্দীনের ছেলে মো : সামছুর রহমান (৯৬৫), দোয়া বক্স মন্ডলের ছেলে মো : ছাবদার আলী (১১২৩), নওশের আলীর ছেলে মো : হামিদুর হক (১১২৪) ও মৃত উকিল উদ্দিনের ছেলে মো : সাহেব আলী (১১২৫), যতারপুর গ্রামের মিলন মন্ডলের ছেলে মো : গোলাম মন্ডল (৯৬৮) ও কাবের মন্ডলের ছেলে মো : আবুল কাশেম (৯৬৯), রামনগর গ্রামের মফেজ উদ্দিনের ছেলে মো : ইসমাইল হোসেন

(১১১২), মসলেম সেখের ছেলে মো: হাইবাত উল্লাহ (১১১৪), সামসুদ্দীন আহম্মেদের ছেলে মো: নজরুল ইসলাম (১১১৬) ও মৃত হাজী সামসুদ্দিন আহম্মেদের ছেলে মো: মোজাম্মেল হক (১১১৭), রশিকপুর গ্রামের ইছারুদ্দিনের ছেলে মো: আমীর হোসেন (১১১৩) ও মৃত রশিক মোল্লার ছেলে মৃত মোনতাজ মোল্লা (১১৩০), বিশ^নাথপুর গ্রামের আবআস আলী শেখের ছেলে মো আনিছুল ইসলাম (১১১৫), বল্লবপুর গ্রামের আলম খাঁর ছেলে মো: দরুদ খাঁ (১১২০), পুরন্দপুর গ্রামের রহিম বক্সের ছেলে মো: আলতাব হোসেন (১১০৮), গৌরনগর গ্রামের আজিজুল হকের ছেলে মো: মোনসুর আলী (১১১১),রতনপুর গ্রামের কুরুন মল্লিকের ছেলে মো: ছাব্দার আলী (১১২৬), মহাজনপুর গ্রামের মো আবু বক্কর মালিতার ছেলে মরহুম বাগবুল ইসলাম (বাবুল) (১১২৯), তারানগর গ্রামের মৃত এজাহার শেখের ছেলে মৃত আফতাব আলী (৯৪১), গোপালনগর গ্রামের লোকমান শেখের ছেলে মো: রমজান আলী (৯৪৮)।